প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

দেওয়ানী আপিলের এক্তিয়ার

দেওয়ানী আবেদন নং. 5140/2019

(SLP(C) নং থেকে উত্থাপিত।2015 এর 5449)

সুনীল ভাসুদেব ও অন্যান্য।

....আবেদনকারী(রা)

....বনাম সুন্দর গুপ্ত ও অন্যান্য।

.... উত্তরদাতা(রা)

রায়

রাস্তোগি, বিচারপতি।

1. ছুটি মঞ্জুর করা হল।

2. বর্তমান আবেদনটি দায়ের করা হচ্ছে 24শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখের কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক পাস হওয়া 2012 সালের আরভিডাব্লু নং 272-এ 19শে অক্টোবর, 2012 তারিখের অপ্রীতিকর আদেশের বিরোধীতা করে এবং 31শে মার্চ, 2006 তারিখের আদেশটিকে বাতিল করে, 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(W) পুনরুদ্ধার করে, যত দ্রুত সম্ভব তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি করতে যা আমাদের সামনে আবেদনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের বিষয়।

3. সংক্ষেপে দলগুলির ভিড় এবং জামানত ও বিস্তৃত আবেদনের মধ্য দিয়ে যে তথ্যগুলি উদ্ভূত হয় তা হ'ল উত্তরদাতা নম্বর 1,2 এবং 3 (রিট আবেদনকারীরা) কিরোদিমুল লোহারিওয়ালার নাতি এবং প্রেমচাঁদ গুপ্তের পুত্র, উভয়ই মারা যাওয়ার পরে, যিনি H.U.F গঠন করেছিলেন যার মালিকানাধীন সম্পত্তি নং 43, পৃথ্বীরাজ রোড, নয়াদিল্লি (বিষয় সম্পত্তি) তাদের যৌথ নামে আছে কলিকাতায় অন্যান্য সম্পত্তি সহ।

4. বর্তমান আবেদনকারীদের প্রয়াত ভি.এন. বাসুদেবের আইনী উত্তরাধিকারী বলে ধরা হয়েছে যিনি প্রয়াত কিরোদিমুল লোহারিওয়ালার আয়কর অনুশীলনকারী এবং আইনজীবী হিসাবে 18 ই আগস্ট, 1964 সালে আয়কর বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত

একটি উন্মুক্ত নিলামে এই বিষয় সম্পত্তি কিনেছিলেন 2,60,000/- টাকা ধার্য্যমূল্যে এবং মামলাধীন সম্পত্তি সম্পর্কিত বিক্রয় শংসাপত্র 1 এপ্রিল, 1965 এ জারি করা হয়েছিল।

5. 1957 সালের আগস্টে প্রয়াত কিরোদিমুল লোহারিওয়ালা প্রেমচাঁদ গুপ্তের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে 1957 সালের 1451 নং মামলা দায়ের করেন এই দাবি করে যে উক্ত সম্পত্তি সহ অন্যান্য সম্পত্তি তার স্ব-অর্জিত সম্পত্তি এবং অন্তর্বর্তী সময়ে, সরকারী রিসিভার নিয়োগ করা হয়েছিল এই বিষয় সম্পত্তিতে কলিকাতা হাইকোর্ট দ্বারা, যা 1958 সালের 1 লা মে সম্পত্তিটি দখল করেছিল।সম্ভুরাম কিরোদিমুল এইচইউএফ-এর প্রয়াত ভি.এন.বাসুদেবের কাছে বকেয়া আয়কর 2,60,000/- টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য, আয়কর বিভাগ কর্তৃক সূচিত শংসাপত্র প্রক্রিয়ার অধীনে উক্ত সম্পত্তি (43, পৃথ্বীরাজ রোড, নয়াদিল্লি) বিক্রি করার কথা ছিল 18 ই আগস্ট, 1964 এ।

6. এই পর্যায়ে, প্রয়াত কিরোদিমুল লোহারিওয়ালা ভি.এন. বাসুদেবের কাছে এই জাতীয় বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এই কারণে কলিকাতার হাইকোর্ট থেকে কোনও ছুটি পাওয়া যায়নি, যা 26 শে ফেব্রুয়ারী, 1965 সালে দিল্লির চিফ কমিশনার কর্তৃক বাতিল করা হয়েছিল।একই সময়ে, আয়কর বিভাগ কর্তৃক 1957 সালের উল্লিখিত স্যুট নং 1451 এ আবেদন করা হয়েছিল (ক) দিল্লির সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য রাখার আগে আদালতের ছুটি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাদ পড়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং (খ) ছুটি দেওয়া হোক ভি.এন. বাসুদেবের পক্ষে দিল্লির সম্পত্তি বিক্রয় সম্পূর্ণ করার জন্য এবং আরও কার্যকর করার জন্য।প্রয়াত ভি.এন. বাসুদেবের পক্ষে,18 ই আগস্ট 1964 সালের কথিত বিক্রয়টি নিশ্চিত করার জন্য জেলা কালেকশন অফিসার, দিল্লি কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের একটি শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল।এই পর্যায়ে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার আবেদনের ভিত্তিতে কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক 8ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছিল, যাতে আয়কর বিভাগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল দিল্লির সম্পত্তি সরকারী নিলাম বা বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে সেরা ক্রেতা বা ক্রেতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য রাখার, যা এর জন্য পাওয়া যেতে পারে।নিলাম বিক্রয় নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা কালেকশন অফিসার, দিল্লিকে করা আদেশের প্রসঙ্গে, 8ই সেপ্টেম্বর 1965 তারিখে কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা

পরবর্তী আদেশের কী প্রভাব পড়বে, তা এই আদালতের পক্ষে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হবে না।

7. আয়কর বিভাগ এবং প্রয়াত প্রেমচাঁদ গুপ্ত (উত্তরদাতার সংখ্যা 13 এর পিতা) এর মধ্যে বিস্তারিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল যা তাৎক্ষনিক কার্যক্রমে প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

8. এই পর্যায়ে, উত্তরদাতা নম্বর 13, 19 মে,1985 সালে দিল্লির জেলা জজের সামনে 1985 সালের স্বত্ব মামলা নং 471 (সুন্দর গুপ্ত ও অন্যান্য বনাম সীতা বাসুদেব ও অন্যান্য) দায়ের করে মামলাধীন সম্পত্তির মালিক হিসাবে বজায় থাকার ঘোষণা চেয়ে এবং নিলাম ক্রেতা ভি.এন. বাসুদেবকে, যিনি আবেদনকারীদের পূর্বসূরী, সম্পত্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করা থেকে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা চেয়ে।নির্বিচারে, আয়কর কর্তৃপক্ষকে মামলাটির পক্ষ হিসাবে কার্যকর করা হয়নি।

9. উত্তরদাতা নম্বর 13 1985 সালের 18500(ডাব্লু) নম্বরে কলিকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশনও দায়ের করেছিল ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে, 1964 সালের 18 ই আগস্ট নিলামের অধীনে প্রয়াত ভি.এন. বাসুদেবকে দিল্লির সম্পত্তি বিক্রয় .প্রসঙ্গে, এই ঘোষণা করে যে দিল্লির সম্পত্তির বিষয়ে, 18ই আগস্ট, 1964 তারিখের নির্ধারিত বিক্রয় এবং 1লা এপ্রিল, 1965 তারিখের জারি করা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের শংসাপত্র বাতিল হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং বিষয়-সম্পত্তি আয়কর কর্তৃপক্ষের সংযুক্তির অধীনে থাকবে।

10. 8 ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখের কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের সহায়তা নিয়ে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার দায়ের করা একটি আবেদনে পাস করা হয়েছে যাতে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, হলফনামা/পাল্টা হলফনামা দায়ের করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা এবং রিট পিটিশন (সি.ও. নং 18500(W) of 1985).-র শুনানি হয় এবং মার্চ/এপ্রিল, 1986-এ কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক রায় সংরক্ষিত হয় এবং প্রায় সাড়ে চার বছর পর, 26শে অক্টোবর, 1990 হাইকোর্টের একক বিচারক কর্তৃক রিট পিটিশনটি খারিজ করা হয়, জমা দেওয়ার বিষয়ে কাজ করে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে যেহেতু রিট আবেদনকারীরা ডিস্ট্রিক্ট জজ, দিল্লির আদালতে মামলা দায়েরের বিকল্প প্রতিকারের

আশ্রয় নিয়েছে যা যদিও রায় সংরক্ষিত হওয়ার তারিখে মুলতুবি ছিল (টাইটেল স্যুট নং 471, 1985-এর) হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত সমস্ত পয়েন্ট রেখে যার একটি রেফারেন্স মুলতুবি স্বত্ব মামলা নং 471/1985-এ পক্ষগুলিকে বিক্ষুব্ধ হওয়ার জন্য উন্মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসল বিষয়টি হল স্বত্ব মামলা নং 471/1985, যা অমীমাংসিত ছিল যখন মার্চ/এপ্রিল,1986 তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক রায়টি সংরক্ষিত হয়েছিল, খারিজ করা হয়েছিল আদেশ 9 বিধি 2 কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর এর অধীনে, প্রধান বিবাদীদের উপর পরিবেশন না করার কারণে, 3রা অক্টোবর, 1986 তারিখের আদেশের মাধ্যমে এবং কোনো পক্ষই পরবর্তীতে যে ঘটনাগুলোর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সেই তথ্য আদালতের নজরে আনেনি।এর পরপরই, উত্তরদাতা নম্বর 13 একটি আবেদন করেছিলেন 26 শে অক্টোবর, 1990 তারিখের আদেশটি প্রত্যাহার/বাতিল করার জন্য এবং রিট আবেদনটি যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ।

11. পক্ষগুলি শোনার পরে, কলিকাতা হাইকোর্টের একক বিচারক 20 শে নভেম্বর, 1998-এর আদেশে উত্তরদাতা নং 13-র দায়ের করা আবেদনকে অনুমতি দেন এবং 26 শে অক্টোবর, 1990 তারিখের আদেশটি প্রত্যাহার করে বাসুদেবদের বিরত করেন বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কাজ করা থেকে, এই নির্দেশের সাথে যে যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্যাপারটির শুনানি হবে।

12. বর্তমান আবেদনকারীরা 20 শে নভেম্বর, 1998 তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা পছন্দ করেছেন।1999 সালের এম.এ.টি. নং 87-এর আবেদনটি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নিষ্পত্তি করে 17ই অগষ্ট 2001 এর আদেশের অধীনে, 20 ই নভেম্বর, 1998 তারিখের পর্যালোচনা আবেদনের বিষয়ে পুনর্বিবেচনার আদেশে হস্তক্ষেপ না করে তবে এটি রেকর্ড থেকে প্রতিফলিত হয়, 2001 সালের 17ই আগস্ট তারিখের আদেশের নোট নেওয়ার পরে উপস্থিত আপিলকারীরা এই আদালতের সামনে 2001 সালের এসএলপি(সি) নং 22491 পছন্দ করা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল যা 10 ই জানুয়ারী, 2002-এ মোশন পর্যায়ে খারিজ হয়ে যায়।

13. এরপরে বর্তমান আবেদনকারীরা আবেদন করেছিলেন 1985 সালের নিষ্পত্তি রিট পিটিশন নং 18500 (ডাব্লু) এর 2005 সালের সি.এ. নং 3557 হিসাবে, যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রার্থনা করা হয় যে উত্তরদাতাদের স্যুট সম্পত্তি বিক্রির জন্য কোনও বিজ্ঞাপন নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হোক কারণ এ জাতীয় কোনও স্বাধীনতা আদালত দ্বারা দেওয়া হয়নি।হাইকোর্টের একক বিচারক, পক্ষগুলির শুনানি শেষে বলেছিলেন যে আদালতের সামনে কিছুই বিচারাধীন নেই এবং এইভাবে পূর্বোক্ত বিবিধ আবেদনটি 31 শে মার্চ, 2006 এর আদেশের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় বলে ধরা হয়েছিল।

14. হাইকোর্টের একক বিচারক দ্বারা প্রদত্ত 31 শে মার্চ, 2006 তারিখের আদেশটি আবেদনকারীদের দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল আবেদনে যা 19 ই অক্টোবর 2012 তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ হয়ে যায় এবং উত্তরদাতাদের একই কারণে দিল্লিতে একটি নতুন মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা দিয়েছিল,যদি পরামর্শ দেওয়া হয়।উত্তরদাতারা 19 ই অক্টোবর, 2012 তারিখের অপ্রীতিকর রায় এবং 31 শে মার্চ, 2006 তারিখের আদেশের থেকে 2012 সালের আরভিডাব্লু নং 272-এর পর্যালোচনা আবেদনকে পছন্দ করেছেন।24 শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখে অপ্রীতিকর আদেশের দ্বারা 19 ই অক্টোবর, 2012 তারিখের আদেশটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, 31 শে মার্চ, 2006 তারিখের আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল এবং নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500 (ডাব্লু) এর শুনানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় তাত্ক্ষণিক আবেদনে আবেদনকারীদের সাপেক্ষে।

15. শ্রী মুকুল রোহাতগী, আবেদনকারীদের পক্ষের উর্দ্ধতন বিজ্ঞ কৌসুলি, তার স্বাভাবিক জোরের সাথে জানান যে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা বর্তমান পর্যালোচনা পিটিশন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ যে বিষয়গুলির নোট নেওয়া হয়েছে তাদের কোনটিই আদালতের পর্যালোচনার এক্তিয়ারের নীতিগুলি পূরণ করে না, যেমনটা আদেশের 47 বিধি 1 দেওয়ানী কার্যবিধির কোডের অধীনে ভাবা হয়েছে যা পর্যালোচনা আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য মৌলিক নীতিগুলিকে একত্রিত করে এবং এই

আদালতে কমলেশ ভার্মা বনাম মায়াবতী এবং অন্যান্য মামলায় সেই নীতিগুলি স্থাপন করেছেন যেখানে পর্যালোচনাকে[1] রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলা যেতে পারে।

16. বিজ্ঞ কৌসুলি দাখিল করেছেন যে বর্তমান মামলায়, উত্তরদাতারা একটি পর্যালোচনা আবেদনের রক্ষণাবেক্ষনীয়তার জন্য নীতিগুলির পূর্ণ আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং 24 শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখে হাইকোর্ট-এর পর্যালোচনার এখতিয়ারের অধীনে গৃহীত হওয়া অপ্রীতিকর আদেশটি প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা আবেদনের রক্ষণাবেক্ষনীয়তা আইনের মূল নীতিগুলি পূরণ করে না এবং এমনকি অপ্রীতিকর রায়তেও, উচ্চ আদালত প্রামানিক তথ্য থেকে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি, যথাযথ অধ্যাবসায়ের পরেও, যা রিভিউ পিটিশনরদের জ্ঞাতব্য ছিল না, বা রেকর্ডের স্পষ্ট কোনও ভুল বা ত্রুটি খুজে বের করেছে বা পর্যালোচনার জন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ বাতলাতে পেরেছে।প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, 24 শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখে কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত আদেশটি আইনত টেকসই নয় এবং এই আদালতের হস্তক্ষেপের দাবিদার।

17. বিজ্ঞ কৌসুলি আরও জানান যে উত্তরদাতা নং 13 আইনী প্রক্রিয়াটির বারবার অপব্যবহার করছে এবং বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা মোকদ্দমা শুরু করছে 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500 (ডাব্লু) দায়েরের তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আয়কর বিভাগকে কলকাতার অন্যান্য সম্পত্তি সংযোজন ও বিক্রয় থেকে বিরত রাখা।শুধুমাত্র অভিযোগ করেই যে দিল্লির মামলাধীন সম্পত্তিটি আইনত বিভাগের নেতৃত্বে ছিল এবং মামলাধীন সম্পত্তিটি নতুন করে বিক্রি করা হবে।যাইহোক, সত্যটি হ'ল মামলাধীন সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় উক্ত সম্পত্তির মালিক কিরোডিমুল লোহারিওয়ালা মেনে নিয়েছিলেন যা একটি জবাব থেকে প্রমাণিত হয় যা তিনি দিয়েছিলেন একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্ছেদের মামলায় আবেদনকারীদের স্বার্থে পূর্বসূরীর বিরুদ্ধে এবং 26 শে অক্টোবর, 1990 এর আদেশে একক বিচারক দ্বারা নোট গ্রহণ কর হয়েছিল।

[1] 2013(8) SCC 320

18. বিজ্ঞ কৌসুলি আরও দাখিল করেন যে 26 শে অক্টোবর, 1990 তারিখের হাইকোর্টের একক বিচারকের বিশদ রায় যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্থাপিত বিভিন্ন কারণের সাথে মোকাবিলা করেছে এবং নিছক এই কারণে যে বিচারক শেষপর্যন্ত প্রতিপক্ষকে প্রথম দফায় সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপনের স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছেন দিল্লিতে অমীমাংসিত মামলায়(1985 সালের স্যুট নং 471), যা বস্তুত অনিষ্পাদিত ছিলসেই তারিখে যখন রায় সংরক্ষিত হয়েছিল এবং খারিজ করা হয়েছিল 26 শে অক্টোবর 1990 তারিখের রায় ঘোষণার অনেক আগেই কিন্তু হাইকোর্টের একক বিচারক সব বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করেছেন এবং প্রতিহত করেছেন 26 শে অক্টোবর,1990-এর একই রায়-এ।

19. প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ারের অধীনে 26শে অক্টোবর, 1990 তারিখের আদেশটি প্রত্যাহার করা এবং পক্ষগুলিকে প্রথম অবস্থায় ফেরত পাঠানো, আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই হবে না এবং এটি রোধ করা দরকার এবং এটি হল সেই কারণ যার জন্য আবেদনকারীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, একটি আবেদন দায়ের করে, 1964 সালে আয়কর বিভাগ কর্তৃক পূর্বসূরি, ভি.এ.বাসুদেব এর স্বার্থের হিতে, জনসাধারণের নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, এবং পূর্বনির্ধারিত বিক্রয় সম্পত্তির মূল মালিকের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে নিশ্চিত হয় 26 ফেব্রুয়ারী 1965 তারিখে এবং 1লা এপ্রিল, 1965 তারিখে বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের শংসাপত্র প্রদান নিশ্চিত করার পরেও তারা 1টি প্রশ্নে বিষয় সম্পত্তির ফল পেতে অক্ষম এবং 1985 সালের অবস্থা তাদের ফেরত পাঠানো সেটিও 34 বছরের বেশি সময় পরে সম্পত্তিটি নিলামে তোলা, ন্যায়বিচারের স্বার্থে হবে না এবং এই আদালতের হস্তক্ষেপ করা দরকার।

20. বিপরীতে, উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ উর্দ্ধতন আইনজীবী, মিঃ জয়দীপ গুপ্ত এবং মিঃ সিদ্ধার্থ লুথরা এবং মিঃ অশোক গুপ্ত, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা, অন্যদিকে, 24শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখে অপ্রীতিকর রায়কে সমর্থন করে দাখিল করেছেন যে প্রশ্নাধীন বিষয়-সম্পত্তির নিলাম কখনই নিশ্চিত করা হয়নি এবং দাখিল করেন যে 1957 সালের ফেব্রুয়ারিতে কিরোড়িমুল লোহারিওয়ালা (উত্তরদাতাদের দাদু) নিয়োগ করেন ভি.এন. বাসুদেবকে, যিনি একজন আয়কর অনুশীলনকারী (পিতা, আবেদনকারী

নম্বর 1 এবং2) তার আয়কর আইনজীবী এবং আইনসম্মত প্রতিনিধি হিসাবে।ভি.এন. বাসুদেব তার বিশ্বস্ততার সম্পর্কের পুরো সুযোগ নিয়েছিলেন এবং এই বিষয়টির সম্পত্তির ভাড়াটে হয়েছিলেন মাত্র 300/- টাকা প্রতি মাসে।1958 সালের 1 লা মে, কলকাতার হাইকোর্ট দ্বারা 1957 সালের মামলা নং 1451-এ অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ করা হয়েছিল, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দিল্লির সম্পত্তি রয়েছে।যেহেতু ভি.এন. বাসুদেব দিল্লির সম্পত্তির ভাড়া মেটাননি এবং তার পেশাগত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া বাবদ পাওনা মেটানোর জন্য নিজের এবং কিরোড়িমুল লোহারিওয়ালার মধ্যে একটি কাল্পনিক চুক্তি স্থাপন করেছিলেন, এই আদালত ভি.এন. বাসুদেবকে কড়া সমালোচনা করে, ভি.এন. বাসুদেব বনাম কিরোড়িমুল মামলায়, যা উচ্ছেদ প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত, এই ধরে নিয়ে যে ভি.এন. বাসুদেব আয়কর অফিসারের কাছে মাসিক 300/- টাকা ভাড়া পরিশোধ এড়িয়ে যান (যেহেতু দিল্লির[2] সম্পত্তি আয়কর বিভাগের অধীনে সংযুক্ত ছিল)।

21. বিজ্ঞ কৌসুলি আরও জানান যে আয়কর আইন, 1961 এর ধারা 293 এর পরপ্রেক্ষিতে, দেওয়ানি আদালতের কোনও এক্তিয়ার নেই এই জাতীয় বিষয়গুলি নিয়ে বিবেচনা করার এবং উত্তরদাতাদের কাছে একমাত্র প্রতিকার হ'ল ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট আবেদন দায়ের করা।

22. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে উত্তরদাতাদের নির্দেশে দাখিল হওয়া 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(ডব্লিউ)-এ প্রকৃতপক্ষে 26শে অক্টোবর, 1990-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু 1961 সালের আয়কর আইনের ধারা 293-এর প্রভাবকে খেয়াল করেনি, এবং ফলশ্রুতিতে 8 ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত আদেশে, একটি রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে এবং এই তথ্যও যে প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে রায় মুলতুবি রয়েছে, এবং তার আগে, স্বত্ব মামলা নং 1985-এর 471 বাতিল করা হয়েছিল এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, একক বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে সমস্ত দাবি-দাওয়া পরবর্তীতে মুলতুবি মামলায় (দিল্লিতে) উত্থাপন করার জন্য আছে এটি নিছক এক পর্যবেক্ষণ ছিল এবং এটিকে একটি ফলাফল বলে

[2] AIR 1965 SC 440

বিষয়বস্তুতে লিপিবদ্ধ করা যায় না এবং হাইকোর্টের একক বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার জন্য পক্ষগুলিকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দ্বারা এটিই অনুমান করা হয়েছে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(W) এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিকে আইনের অধীনে পরিকল্পিত হিসাবের পর্যালোচনার এক্তিয়ারের বাইরে বলা যাবে না।।

23. বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে উত্তরদাতাদের নির্দেশে দাখিল হওয়া 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(ডব্লিউ) যদি যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি না করা হয়, তবে তারা প্রতিকারহীন থাকবে কারণ তাদের বিরোধগুলি এখনও উপযুক্ত এক্তিয়ারের কোনও আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং আরও দাখিল করেছেন যে কোনোভাবেই পক্ষগুলির প্রতি কোনো পক্ষপাত ঘটানো হয়নি কারণ তাদের 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(W)-তে যোগ্যতার ভিত্তিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে, কার্যধারায় সমস্ত বিরোধ উত্থাপিত হওয়ায়৷

24. আমরা দলগুলির তরফে বিজ্ঞ কৌসুলিকে শুনেছি এবং তাদের সহায়তায় রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানগুলি ব্যবহার করেছি।

25. রেকর্ডে থাকা উপাদান থেকে, এটি প্রকাশিত যে সম্ভুরাম কিরোদিমুল এইচইউএফ-এর বকেয়া আয়কর পুনরুদ্ধারের জন্য আয়কর বিভাগ দ্বারা শুরু হওয়া শংসাপত্রের কার্যপ্রণালীতে বিষয়-সম্পত্তি (43, পৃথ্বীরাজ রোড, নিউ দিল্লি) বিক্রি করার কথা ছিল 18 আগস্ট, 1964-এ নিলাম ক্রেতা ভিএন বাসুদেব-এর কাছে 2,60,000/- টাকায়।কিরোদিমুল ভিএন বাসুদেব-এর কাছে এই ধরনের কথিত বিক্রির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন কারণ কলকাতা হাইকোর্ট থেকে কোনো ছুটি পাওয়া যায়নি যা দিল্লির চিফ কমিশনার কর্তৃক বাতিল করা হয়েছিল এবং কথিত বিক্রির বিষয়টি ভিএন বাসুদেব-এর পক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছিল 26 ফেব্রুয়ারী, 1965 তারিখের আদেশের মাধ্যমে ।এই পর্যায়ে, আয়কর বিভাগ কর্তৃক 1957 সালের স্যুট নং 1451-এ আবেদন করে প্রার্থনা করা হয়েছিল (ক) দিল্লির বিক্রয়ের জন্য রাখার আগে আদালতের ছুটি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাদ পড়ার জন্য এবং (খ) ছুটি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল ভিএন বাসুদেবের পক্ষে দিল্লির সম্পত্তি বিক্রি সম্পূর্ণ এবং তার প্রভাব আরও কার্যকর

করার জন্য।আয়কর বিভাগের দায়ের করা একটি আবেদনের ভিত্তিতে, কলিকাতা হাইকোর্টের একক বিচারক তার 8ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখের আদেশে দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্ক উল্লেখ করে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"এ.এন. রায় (চেম্বারে)

কিরোডিমুল ভবানীওয়ালা, যিনি কিরোডিমুল লোহারিওয়ালা নামেও পরিচিত, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রায়গড়ের সদর বাজারের বাসিন্দা, যা এই আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে ।

বনাম

1. প্রেমচাঁদ গুপ্ত 181 এ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতায় বাস করছেন, যা উক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে।

2. পবন গুপ্ত

৩. সুন্দর গুপ্ত

শেষ দু'জন 18 বছরের কম বয়সী নাবালক হওয়ায় 181 এ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতায় বাস করে যা উক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে।

৪. শ্রীমতি আসরাফি দেবী ওরফে শ্রীমতি সুরফি দেবী মধ্য প্রদেশ রাজ্যের রায়গড়ের সদর বাজারের বাসিন্দা, যা উক্ত এক্তিয়ারের বাইরে ।

আয়কর অফিসার, রায়গড় সিভিলস, রায়গড়ের মাধ্যমে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশটি পড়ার পরে (এরপরে উক্ত আবেদনকারী ইউনিয়ন হিসাবে উল্লেখ করা হবে), মাস্টারড সমন গত মার্চের তৃতীয় দিন এবং সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি হলফনামা গত এপ্রিলের পঞ্চম দিনে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং উক্ত আবেদনকারীর একটি পিটিশন এবং রামদাস রামভোরোসে মিশ্রের একটি হলফনামা যাচাই করে গত মার্চের পঞ্চদশ দিনে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং উক্ত আবেদনের সাথে এক্সিবিটগুলি সংযুক্ত করা

হয়েছে এবং যথাক্রমে এ, বি, সি এবং ডি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং রায়গড়ের রামদাস রামভোরোসে মিশ্রের একটি হলফনামা গত জুনের সতেরোতম দিনে নিশ্চিত করা হয়েছে, সবগুলো একই দিনে দায়ের করা হয়েছিল এবং বিবাদীদের অংশটা পড়ার পর প্রেমচাঁদ গুপ্তের একটি হলফনামা গত মে মাসের পঞ্চম দিনে নিশ্চিত করা হয় এবং এইদিনই দায়ের করা হয় এবং উল্লিখিত আবেদনকারী ইউনিয়নের পক্ষের আইন জীবী মিঃ ডি. গুপ্তা এবং বিবাদীদের পক্ষের আইনজীবী মিঃ ডি. সি. বসুর (বাদীরা ব্যক্তিগতভাবে বা অ্যাডভোকেট বা অ্যাটর্নি দ্বারা উপস্থিত হননি) শুনানির পর।

এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে উল্লিখিত আবেদনকারী ইউনিয়ন দিল্লির সম্পত্তিকে, যৌথ স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে, যার মধ্যে প্রাঙ্গণ নং 43, পৃথ্বীরাজ রোড, নয়া দিল্লিও অন্তর্ভূক্ত, সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত চুক্তি, যা এই জন্য পাওয়া যেতে পারে, এর মাধ্যমে সেরা ক্রেতার বা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার জন্য স্বাধীন।

সাক্ষী, শ্রী হিমাংশু কুমার বোস, কলকাতার প্রধান বিচারপতি পূর্বোক্ত সেপ্টেম্বরের অষ্টম দিন, এক হাজার নয় শত পঁয়ষট্টি।

এস.কে. মন্ডল-অ্যাটর্নি

সুত ও সেন-অ্যাটর্নি

এস.বি. ব্যানার্জি

20. 1. 1966

নিয়ামকের পক্ষে

26. এছাড়াও, আয়কর আইন, 1961-এর ধারা 293 রাজস্ব/আয়কর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যেকোনো দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করতে সম্পূর্ণ বাধা দেয় এবং আইনের আদেশটি অলক্ষিত থাকে যখন হাইকোর্টের একক বিচারকের দ্বারা 26ই অক্টোবর,

1990-এ 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(ডব্লিউ)তে আদেশটি পাস হয়, যখন দিল্লিতে জেলা বিচারকের সামনে 1985 সালের কথিত মুলতুবি দেওয়ানী মামলা নং 471এ বক্তব্য দেওয়ার জন্য পক্ষগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যদিও এটি 26শে অক্টোবর, 1990 তারিখের রায় ঘোষণার অনেক আগেই বরখাস্ত করা হয়েছিল। এমনকি এলপিএ-তেও, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উত্তরদাতাদের দিল্লিতে বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে নতুন দেওয়ানী মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং উভয় পক্ষই আয়কর আইন, 1961-এর ধারা 293-এর অধীনে আইনের বাধ্যবাধকতা আদালতের নজরে আনেনি যে আয়কর বিভাগের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা আইনের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়, যেটি পক্ষগুলির বিরোধী দাবীতে আসায় আদালতের দ্বারা ভুলভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

27. হাইকোর্ট তার পর্যালোচনা এক্তিয়ারে এটি লিপিবদ্ধ করেছে এবং উপসংহারে পৌঁছেছে যে রেকর্ডে একটি ত্রুটি স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ 19ই অক্টোবর, 2012 তারিখের আদেশ প্রত্যাহার করে, পর্যালোচনার জন্য আবেদনের অনুমতি দেয় এবং বিবিধ আবেদনে পাস করা 31শে মার্চ, 2006 তারিখের রায় ও আদেশকে বাতিল করে এবং 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(ডব্লিউ) পুনরুদ্ধারের জন্য 24শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখের অপ্রীতিকর রায়ের অধীনে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানির জন্য।

28. যে মৌলিক নীতিগুলিতে পর্যালোচনার আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলি এই আদালত দ্বারা স্পষ্টভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে কমলেশ ভার্মা (সুপ্রা)-য় যেখানে এই আদালত নিম্নরূপে অধিষ্ঠিতঃ

> সুতরাং, উপরের বিবেচনায়, পর্যালোচনার নিম্নলিখিত ভিত্তিগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যঃ
>
> 20. 1.পর্যালোচনা যখন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবেঃ
>
> (i) যথাযথ পরিশ্রম অনুশীলনের পরে, নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ আবিষ্কার,আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা তার দ্বারা উপস্থাপন করা হয়নি

রেকর্ডে ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট;

(iii) অন্য কোনো পর্যাপ্ত কারণ।

"অন্য যেকোনো পর্যাপ্ত কারণ" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ছজ্জু রাম বনাম নেকি [(1921-22) 49 IA 144-তে এবং মোরান মার ব্যাসেলিওস ক্যাথলিকোস বনাম মোস্ট রেভ. মার পলোস অ্যাথানাসিয়াস এআইআর 1954 এসসি 526-এ এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এটি বোঝাতে যে "পর্যাপ্ত কারণ নিয়মটিতে উল্লেখিত বিষয়গুলির সাথে অন্তত সাদৃশ্যপূর্ণ"।ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড আয়রন ওরস লিমিটেড (2013) 8 এসসিসি 337 তে একই নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

20. 2.যখন পর্যালোচনা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে না :

(i) সমাপ্ত রায়গুলি পুনরায় খোলার জন্য পুরানো এবং ওভাররুলড যুক্তির পুনরাবৃত্তি যথেষ্ট নয়।

(ii) অপ্রয়োজনীয় আমদানির ছোটখাটো ভুল।

(iii) পর্যালোচনা কার্যক্রম মামলার মূল শুনানির সাথে সমতুল্য হতে পারে না।

(iv) পর্যালোচনা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় যদি না বস্তুগত ত্রুটি, আদেশে প্রকাশিত হয়ে, এর সুস্থতা হ্রাস করে বা ন্যায়বিচারের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে।

(v) পর্যালোচনা কোনোভাবেই ছদ্মবেশে আবেদন নয় যার দ্বারা কোনো ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনরায় শোনা এবং সংশোধন করা হয় তবে এটি আছে কেবল স্পষ্ট ত্রুটির জন্য।

(vi) এই বিষয়ে দুটি মতামতের নিছক সম্ভাবনা পর্যালোচনার জন্য একটি ভিত্তি হতে পারে না।

(vii) রেকর্ডে উপস্থিত ত্রুটিটি এমন একটি ত্রুটি হওয়া উচিত নয় যা খুঁজে বের করে অনুসন্ধান করতে হবে।

(viii) রেকর্ডে প্রমাণের মূল্যায়ন পুরোপুরি আপিল আদালতের ক্ষেত্রাধীন, এটি পর্যালোচনা আবেদনে উন্নীত হওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

(ix) পর্যালোচনা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় যখন মূল বিষয়টি নিয়ে তর্ক করার সময় চাওয়া একই ছাড় নেতিবাচক হয়েছিল ।

29. উপরোক্ত নীতিগুলির ব্যাখ্যাকে লিপিবদ্ধ করে আমাদের রেকর্ডে থাকা তথ্যগুলি বিবেচনা করা যাক এবং এটি প্রকাশ করে যে আয়কর আইনের ধারা 293-এর প্রভাব রায়ের পর্যালোচনায় ভুলভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তা ছাড়া, 8ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখে 1957 সালের দেওয়ানী মামলা নং 1451-এ ভারতীয় ইউনিয়ন কর্তৃক দায়ের করা একটি আবেদনের উপর হাইকোর্টের আদেশের ফলস্বরূপ প্রভাবটি রিট কার্যধারায় পরীক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং এটি পর্যালোচনা আবেদনের উত্তরে আয়কর বিভাগের প্রতিরক্ষা ছিল এবং এই আদালতের সামনে, তাদের পাল্টা হলফনামায় বলা হয়েছে যে 1964 সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয়ে, আদালত থেকে অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং 1957 সালের 8ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখের স্যুট নং 1451-এ হাইকোর্টের একক বিচারক কর্তৃক তাদের আবেদনের উপর আদেশ গৃহীত হওয়ার পর, এটি অবশ্যই আয়কর বিভাগ কর্তৃক নিলাম বিক্রয়কে প্রভাবিত করবে প্রস্নাধীন বিষয়-সম্পত্তি প্রসঙ্গে এবং এবং এটিই ছিল সমস্ত কার্যধারায় তাদের অবস্থান।

30. আমরা দেখতে পাই যে কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারক 1985 সালের মার্চ/এপ্রিল 1986 সালে রিট পিটিশন নং 18500(ডব্লিউ) তে রায় শুনেছিলেন এবং সংরক্ষণ করেছিলেন এবং প্রায় সাড়ে চার বছর পর ১৯৯০ সালের ২৬ অক্টোবর রায় ঘোষণা করা হয় পক্ষগুলিকে ডিস্ট্রিক্ট জজ, দিল্লির সামনে বিচারাধীন দেওয়ানী মামলায় তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সমস্ত বিরোধ উত্থাপন করার জন্য ছেড়ে দিয়ে, যা নিজেই ইঙ্গিত দেয় যে একক বিচারক যোগ্যতার বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না স্পষ্টত এই কারণের জন্য, যে যদি অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ করা হয়,

এটি মোকদ্দমায় পক্ষগুলির অধিকারের প্রতি পূর্বসংস্কার আচ্ছন্ন হবে যা দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কথিত মুলতুবি দেওয়ানী মামলায় পরীক্ষা করা হবে, যা যদিও 3রা অক্টোবর, 1986-এ বরখাস্ত করা হয়েছিল,হাইকোর্টের একক বিচারক কর্তৃক 26শে অক্টোবর, 1990 তারিখের রায় ঘোষণার অনেক আগে।

31. প্রদত্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আমরা বিষয়গুলিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিস্তৃত করতে আগ্রহী নই যেগুলো 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500(w)-এ উত্থাপিত হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে বিবাদীদের অনুরোধে, কিন্তু যদি দেওয়ানী মামলা আয়কর আইনের ধারা 293 এর পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব মত রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য না হয়,এবং এটি ছিল উত্তরদাতাদের এবং আয়কর বিভাগের কথিত প্রতিরক্ষা, এবং 8ই সেপ্টেম্বর, 1965 তারিখের আদেশের ফলস্বরূপ প্রভাব, যাতে আমরা একটি প্রসঙ্গ জুড়েছি, কোনো পক্ষকে প্রতিকারহীন রাখা যাবে না, এবং পক্ষ আইনী আদালতের সামনে যা অভিযোগ উত্থাপন করবে, যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে।আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, উচ্চ আদালত দ্বারা, তার পর্যালোচনার এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, 24শে সেপ্টেম্বর, 2014 তারিখে অপ্রীতিকর রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি হয়েছে বলে মনে হয় না এবং এর জন্য এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

32. আমরা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে আমাদের দ্বারা যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা কেবল বর্তমান আবেদন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে এবং 1985 সালের রিট পিটিশন নং 18500 (ডাব্লু) শুনানির পরে কলকাতা হাইকোর্ট দ্বারা বিবেচিত হবে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে, আইন অনুসারে দলগুলিকে শোনার পর। যেহেতু বিবাদটি যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে বিচারাধীন রয়েছে, আমরা আশা করি হাইকোর্ট বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং রিট আবেদনটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচার করবে।

33. আবেদনের কোনও যোগ্যতা নেই এবং তদনুসারে পূর্ব পর্যবেক্ষণ দিয়ে খারিজ করা হয়েছে।কোনও খরচ নেই।

34. মুলতুবি থাকা আবেদন(গুলি), যদি থাকে তবে তা নিষ্পত্তি করুন।

..... বিচারপতি।

(এএম খানউইলকার)

..... বিচারপতি।

(অজয় রাস্তোগি)

নতুন দিল্লি

2রা জুলাই,2019

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.